**কৌরব অনলাইন ৬৬**
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

## ইন্দ্রনীল চক্রবর্তীর কবিতা

### তোমার আমার ভিড়ে পক্ষপাত হীন কবিতার কাছে যেতে চাওয়া লোকটি

কবিতা খুঁজতে চাওয়া লোকটি
সিসি টিভি ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে যে কবিতা খুঁজেছিল
তা আজ নিসর্গ নিয়ে গেছে।

নিরপেক্ষ কবিতা খুঁজতে চাওয়া লোকটি
যে মন্তাজের আশায় রাত জেগে অপেক্ষা করেছিল
তা আজ অনুভূতি নিয়ে গেছে।

আরেক কবিতা মুক্ত হতে চাওয়া লোকটি
শুধু মাত্র ধারা বিবরণী হতে চেয়েছিল
বলে, একান্ত ব্রাত্য হয়েছে।

কবিতার সত্য বিষয়টি-
বৈজ্ঞানিক সত্যের যে মিল ছিল
তা আজ না-কবিতা হয়ে গেছে।

বসে ট্রামে উঠে পড়া লোকটি
তোমার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আশায়  ছিল
পৌঁছাবে কবিতার সত্যের কাছে।

কবিতাদের ভিড়ে কবিতাটি
একটা লোক, একটা সাদা পাতা লেগে থাকা সকাল খুঁজেছিল

পক্ষপাত হীন কলমের কাছে।

হয়তো কোথাও চিত্র কেটে, মন্তাজ কবিতারা স্ফুলিঙ্গের মত জেগেছিল-
চলন্ত বাসে ঘুমিয়ে থাকা ভিড়ে, এমন অবশিষ্ট স্বপ্ন সে দেখে গেছে।

দেখতে দেখতে, অতঃপর তোমার আমার ভিড়ে পক্ষপাত হীন কবিতার কাছে যেতে চাওয়া লোকটি
নির্দিষ্ট সকাল, ক্যামেরা, মুখবন্ধ এবং অবশিষ্ট তথ্যচিত্র কবিতা হয়ে গেছে।

## আমাদের কবিতা উৎসব

কবিতার মানচিত্রে “দিল দরিয়া ” বলে কোনো জায়গার নাম যদি না থাকত
তাহলে তারা কি সকাল, বিকাল পশু পালন ইত্যাদি অবশিষ্ট কাজ করে সোনার বাংলা তৈরী করত?
ভাবা যেতে পারে আমাদের কোনো মধু চন্দ্রিমা নেই,
বলা যেতে পারে আমাদের কোনো শঙ্খচিল হয়ে ফিরে আসা নেই,
এক আরণ্যক বন ও এমনিতে নেই,
আমাদের রয়েছে শুধু গন গনে দুপুরে, খস খসে চামড়ায় নখ দিয়ে দাগ কাটা।
তাহলে কি উৎখাত কবিতারা আমাদেরকে অসুন্দর দাবি করত?
তেলে মাছ পড়ে- দুম করে ভেঙে যাওয়া সুন্দর কবিতারা প্রতিশোধ নিতে কি ফিরে আসত ?
মুঠো করে ছুড়ে দেওয়া কাগজে যে উচ্ছিষ্ট কবিতারা হেঁটে যেত বাজার রক্তে
তারা কি বৈচিত্র বাড়াবে বলে ‘একটু ভাত দে’ বলে খেতে বসে পড়ত?

তথাপি বৈচিত্র বাড়েনি, ভাত দে বলে খেতে বসে পড়েনি, সকাল, বিকেল,দুপুর, মুখ ধুয়েছি, ধুতে দিয়েছি
আতস বাজির মত এক উর্ধ আকাশে কবিতা উৎসব পালন করেছি।

## মন্তাজ কবিতার স্বপ্ন

এই বাড়ির থেকে অনেকটা এগিয়ে তলার আকাশে জন্ম নিয়েছিল মন্তাজ কবিতা

আর মন্তাজ কবিতার স্বপ্ন ।

সেদিন রাতে দেবতারা সাইরেন বাজিয়ে ঘোষণা করেছিল একটি পাঠ্য

আর একটি পাঠ্য বিষয়।

একটানা জল পড়লে যে ভাবে ছুটে ছুটে গিয়ে ঢাকে, সে ভাবে তখন থেকে ঢাকা ছিল প্রশ্ন

আর একটি প্রশ্ন কবিতা।

তবু মন্তাজ কবিতার ভালো থাকা থামেনা গরম ভাতে, সীমিত আকাশে, বেঁচে থাকে স্বপ্ন

আর একটি স্বপ্ন ইচ্ছা।

স্বপ্ন কারণে আকাশের গা ঘেঁষে রোজ লাশ টানা গাড়ি চলে, হাঁ মুখ ঈশ্বরের ইচ্ছা দাঁড়িয়ে দেখে

আর একটি দেখা।

দেওয়ালের ফাঁকে প্রচন্ড ইচ্ছায় গাছ বাড়ে, বাড়ে দুঃসাহসী কবিতা, একদিন রক্তাত নিদ্রাসুর ডাক দেয়, শ্বাস কাড়ে

আর কাড়ে স্বপ্ন ।

এরপরে সারি সারি চিতায় অল্প অল্প করে জ্বলে তাদের দূষণ স্বপ্ন, শেষ হাওয়ায় নক্ষত্র ছুঁতে চায়

আর ছুঁতে চায় ইতিহাস।

সেইদিন দেবতারা নীচ দিয়ে হেটে যায় , পাঁজর খুলে অমৃত দেয়, আরও  কত কি দেয় , তাকিয়ে দেখে,

দেখে জোনাক সর্বস্ব আকাশ।

এই সব গল্প শেষ হলে আরো একটা গল্প শেষ হবে, তারপর আরো একটা, এরপর গল্প গুলো সংখ্যা তত্ত্বে পরিণত হলে

বই বন্ধ করে দুম করে উঠে যাবে,ঝুপ করে বৃষ্টি নামবে, কফি বসবে, কান খাড়া থাকবে, শুনবে কোথাও কোনো উলু ধ্বনি হল কি না ইত্যাদি।

## পোকাদের কবিতা

ভীষণ দগ দগে ঘা নিয়ে কবিতারা বেরিয়ে আসে তেল মুড়ি দিয়ে মাছ খাবে বলে,

যদি একটু বেশি উপরের আকাশে যায় তাহলে দেখতে পাবে

কিছু অতি বেগুনি রশ্মি বেরিয়ে আসছে

পাশ ফেরা রমণ আর রক্ত কথার মধ্যে দিয়ে।

হওয়ার রাত হওয়াতে থাকে, বিস্তীর্ন রাত নেতার মত ঝুলতে থাকে পোকাদের সাম্রাজ্যে।

কর কর শব্দ হতে থাকে, পোকারা সব ছুটতে থাকে, কোনো এক অলীক ভোজন শুরু হবে বলে।

পৃথিবীর ইতিহাসে পোকারাই প্রথম কবিতা লিখেছিল গুহায় -গুপ্ত কথা, আদি কথা ,শ্বাপদ কথা

অন্ন চাল অন্ন চাল বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কথা, জুতোর তলায় অভিসন্ধি হবার কথা।

সমস্ত স্নান শেষ হয়ে গেলে পরে পোকারা সব নেমে যায় , বাস্তু হয়ে যায় তাদের ইতিহাস।

এক অত্যাধুনিক মলমে ঢাকা পড়ে গেলেও , লেগে থাকে শুতে যাওয়ার পর শন শন শব্দ, ফিস্ ফিস্,

হাঁক দিয়ে  সাবধান করে দারোয়ান -বলে হুঁশিয়ার।

আর কবিতারা সব বেরিয়ে আসে খুবলে খাওয়া রাস্তার ফাঁক দিয়ে।

## বাঁশিওয়ালা, উন্নত মাথা , দর্শক আর নিঃসঙ্গ অবতার

আমরা যারা রাজনীতির বাইরে থেকেও রাজনীতি করতে পারিনা-

তাদের এক বাঁশিওয়ালা ছিল।

হাঁ চোখ সমস্ত পৃথিবী গিলে খাওয়ার মত ছিল এই সভ্যতা,

এক বিহ্বল চোখের সাম্রাজ্যে ছিল, এই পৃথিবী, এই কথা, এই শিহরণ

দুর্দান্ত অগ্নি, ভাঁড়ে চা, আর হাঁপ দেওয়া শরীরে গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

আমরা যারা বাহনের মধ্যে থেকেও বাহক হতে পারিনা

তাদের এক উন্নত মাথা ছিল।

হাতে থাকা স্টিয়ারিং এর মত ছিল এই সভ্যতা,

এক তীক্ষ্ণ যুক্তিতে কাটা পড়েছিল অহেতুকী -

কাটতে কাটতে বৃত্তে আর কেউ ছিল না, বাহক ছাড়া।

আমরা যারা শতাব্দী পেরোলেও ইতিহাস মনে রাখি না

তাদের পাশে বসা এক দর্শক ছিল।

দূর থেকে দেখেছে সে বেদীর অমোঘ অবিলতা,

'সবার উপরে অমৃত সত্য' বিশ্বাসে ছিল, এই প্রতিজ্ঞা, এই উড়ান,

লোডশেডিংয়ে পোকাদের ল্যাম্ফের কাছে ভিড় করা।

আমরা যারা সমষ্টিতে থেকেও ব্যক্তি চেতনার বাইরে থাকিনা -

তাদের এক নিঃসঙ্গ অবতার ছিল।

তাকাইনি তবু দূর থেকে অনুভব করেছি তার সেই রক্তাল্পতা।

পরজন্মহীন খসে যাওয়া দৈবী সে ঝুলিয়ে রেখেছিল, এই গরল, এই মৃত্যু,

এই সমস্ত বিষ ধারণ করে, ছড়িয়ে দিয়েছিল ক্ষমতা মুক্ত ধারা।

অবশেষে চারজন- বাঁশিওয়ালা, উন্নত মাথা , দর্শক আর নিঃসঙ্গ অবতার  সায়াহ্নে সমুদ্র মোহনায় গিয়ে দাঁড়ালে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র জেগে ওঠে. জেগে ওঠে তিমির, অদিতি , মানুষের সভ্যতা শুরু আর শেষের কথা। ওরা চারজন আর বাড়ি ফেরে না।

**ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী**র লেখালেখির শুরু একুশ-দশের গোড়ায়। পেশায় ইইইট-হায়দ্রাবাদে কর্মরত গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক। দুটি কবিতার বই- “মন খারাপের পরে ” আর “গেট নাম্বার ২২ এর কবিতা ” । কবিতা, অনুগল্প, অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা লেখির শুরু। কবিতার লেখার পাশাপাশি রয়েছে চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগ। নিজের কবিতা প্রসঙ্গে ওঁর বক্তব্য – ‘যেটুকু বলা হল কবিতায় তার বাইরে আসল কবিতাটুকু রয়ে গেল’।